আমার লেখার প্রথম পাঠক ও সমালোচক
আমার স্ত্রী এবং পুত্রকে।

সত্যান্বেষী ফাদার ব্রাউন

বাংলা ভাষায় গোয়েন্দা গল্পের একটা ধারা সেই প্রাচীন কাল থেকেই চলে এসেছে। নানান ধরনের গোয়েন্দারা কত রকমের ঘটনার অনুসন্ধান করে সমাধান করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। কমবেশি প্রায় সমস্ত গোয়েন্দারাই অপরাধীদের ধরে ফেলে পুলিশের হাতে তুলে দেন উপযুক্ত শাস্তি দেবার জন্যে।

কিন্তু ফাদার ব্রাউনের কর্ম পদ্ধতি সবার থেকে একেবারেই আলাদা। তিনি ঘটনা পরম্পরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখেন। নিজের মনে যুক্তির মায়াজাল বোনেন। যেন মনে হয় তিনি আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলিকে নিজের চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন। আর সেই সময় তিনি ভেতরে ভেতরে বেশ অস্থির হয়ে পড়েন। যদিও তার শরীরী ভাব ভঙ্গির কোনোরকম বদল হয় না। তিনি নিজের মনেই ঘটনা প্রবাহকে তৈরি করে সমাধানের দিকে এগিয়ে যান।

ফাদার ব্রাউন একজন ক্যাথলিক ধর্ম যাজক। তাই তিনি ক্ষমার চোখেই মানুষকে দেখেন। তিনি শাস্তি দেবার পরিবর্তে অপরাধীকে নিজের ভুল স্বীকারের সুযোগ দেবার পক্ষপাতী। তার আনন্দ কেবলমাত্র অপরাধের কিনারা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। তার বেশি আর কিছু নয়। তিনি ঘটনার ভেতরের ঘটনাকে আবিষ্কার করেই নিজে আনন্দ পান। তার মনের বা চিন্তার খোরাক তাতেই পরিতৃপ্ত হয়।

তাই প্রকৃতপক্ষে ফাদার ব্রাউনকেই বলা যেতে পারে আক্ষরিক অর্থেই একজন সত্যান্বেষী। সত্য উৎঘাটন করাটাই তার কাছে আসল। তার পরের ঘটনা নিয়ে তিনি আর মাথা ঘামাতে চান না।

ফাদার ব্রাউনের রহস্য উন্মোচনের পদ্ধতিটাও বেশ অদ্ভুত। তিনি নিজের চোখে কিম্বা অন্য কারোর কাছে কোন একটা ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ শুনেই নিজের অবিশ্বাস্য বিশ্লেষণ ক্ষমতার সাহায্যে সেই সমাধান করে ফেলতে পারেন। সেসব ঘটনা পাঠককেও নিশ্চয়ই আকৃষ্ট করবে।

ফাদার ব্রাউনের গল্পগুলো লেখা হয়েছিল গত শতকের শুরুর দিকে। ফলে

সেই সময়ের একটা ছাপ গল্পগুলোর মধ্যে পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠেছে। ঘটনার ঘনঘটা হয়তো সেইভাবে গল্পগুলোতে থাকে না। কিন্তু রহস্যের কিনারা করা পদ্ধতিতে পাঠককে এক নিঃশ্বাসে গল্পটা পড়ে ফেলার জন্যে মনোযোগী করে তুলবে।

ফাদারের রহস্য সমাধানের এই নতুন ধরনটাই এই বইয়ের আসল চমক। পেঁয়াজের খোসা ছাড়াবার মতন করে ধীরে ধীরে অপরাধের একেবারে কেন্দ্রে পৌঁছে গিয়ে তার কিনারা করে ফেলাটাই পাঠককে মুগ্ধ করে রাখবে।

কলকাতা
১৫.০১.২০২৫

সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়

ফাদার ব্রাউনের সাথে কারা

জি কে চেস্টারটনের সৃষ্ট একটি কাল্পনিক শখের গোয়েন্দা চরিত্র হলেন ফাদার ব্রাউন। যদিও লেখক এই ফাদারের চরিত্রটি কিন্তু পুরোপুরি নিজের কল্পনা থেকে সৃষ্টি করেননি। আসলে তিনি এই চরিত্রটি সৃষ্টি করেছিলেন একজন রোমান ক্যাথলিক যাজকের আদলে। প্রকৃতপক্ষে চরিত্রটি কিছুটা কল্পনা আর কিছুটা এক বাস্তব চরিত্রের মিশেল।

সেই সময়ে ব্র্যাডফোরড শহরে একজন ফরাসি যাজক ছিলেন যার নাম ছিল রেভারেন্ড জন ও কোনর (১৮৭০—১৯৫২)। বস্তুত তিনিই চেস্টারটনকে ক্যাথলিক ধর্মান্তরিত করেন ১৯২২ সালে। তারপর থেকেই লেখক ওনার সংস্পর্শে এসে গভীরভাবে সেই যাজকের দ্বারা প্রভাবিত হন। পরবর্তীকালে লেখার সময়ে খুব স্বাভাবিকভাবেই ওনার চরিত্রের কিছুটা প্রভাব বা ছাপ এসে পড়ে এই ফাদার ব্রাউনের চরিত্রায়ণে।

লেখক চেস্টারটন ফাদারকে বর্ণনা করেছেন একজন বেঁটে, গোলগাল, নাকটা কিছুটা থ্যাবড়ামতন, নাদুসনুদুস চেহারার ক্যাথলিক ধর্মযাজক হিসেবে। যে কখনও-সখনও শখের গোয়েন্দাগিরিতেও হাত লাগায় নিছক মনের তাগিদেই। চেহারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই ঢিলেঢালা বেঢপ পোশাক পরতেই অভ্যস্ত ফাদার। সময়ে সময়ে একখানা ছাতাও থাকে ওঁর সঙ্গে। আবার কখনও কখনও তাঁর হাতে থাকে একখানা ছড়ি। পরনে চিরাচরিত যাজকদের পোশাক কিংবা কেরানিদের মতো পোশাকও পরিধান করেন ফাদার। আর বলাই বাহুল্য সেখানে শৌখিনতার মোটেই বালাই থাকে না।

লেখক চেস্টারটন ফাদারকে বর্ণনা করেছেন এসেক্সের অন্তর্গত একটি ছোট্ট জনপদের চার্চের যাজক হিসেবে। তবে বিভিন্ন তদন্তের জন্যে পুরো লন্ডন শহর ও তার আশেপাশের সবকটি জায়গাতেই ওঁর অবাধ বিচরণ।

যেহেতু চার্চের যাজক, সেহেতু ফাদার ব্রাউনের একটা বিশাল পরিচিতি

রয়েছে। তাছাড়া পুরো শহর জুড়েই তাঁর গোয়েন্দাগিরির জনপ্রিয়তার কারণে বহু লোক ফাদারকে একডাকে চেনে, জানে। আর প্রচুর লোকের সঙ্গে পরিচিতির কারণে তাঁর গোয়েন্দাগিরির কাজেও অনেকটা সুবিধেই হত ফাদারের।

লেখক চেস্টারটন নিজের গল্পে ফাদারের কোনও নাম সেভাবে ব্যবহার করেননি। কিন্তু 'দা আই অফ অ্যাপোলো' গল্পে ফাদারকে রেভারেন্ড জে ব্রাউন নামে অভিহিত করা হয়েছে। নাহলে বাকি সমস্ত গল্পেই শুধুমাত্র ফাদার বলেই ওনাকে সম্বোধন করা হয়েছে।

ফাদার ব্রাউনকে নিয়ে চেস্টারটনের মোট তিপান্নটি ছোটোগল্প প্রকাশিত হয় ১৯১০ থেকে ১৯৩৬ সালের সময়সীমার মধ্যে। প্রতিটি গল্পের মধ্যেই ফাদার নিজের সহজাত অনুমান শক্তি, অন্তর্দৃষ্টি আর তীব্র বিশ্লেষণী ক্ষমতার প্রয়োগ করে রহস্যের কিংবা অপরাধের সমাধান করেছেন। মানুষের স্বভাব চরিত্র বোঝার ব্যাপারে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। আসলে চার্চের যাজক হওয়ার কারণে অনেক লোক সেখানে নিজেদের অপরাধ কবুল করবার জন্যে সেখানে আসতেন। ফলে অনেকটা সেখান থেকেই হয়তো লোকের মনস্তত্ব বোঝার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ফাদারের মধ্যে তৈরি হয়ে যায়।

যাইহোক চেস্টারটনের সৃষ্ট গোয়েন্দা ফাদার ব্রাউন কিন্তু আদপে বেশ বোকাসোকা আর সরল প্রকৃতির একজন লোক। লেখকের নিজের কথায়, "ফাদার ব্রাউনের চেহারা বেঁটে আর মুখখানা গোলগাল। ঠিক যেন ঐ নরফোকের লোকেদের মতন।"

যে কোনও রকম ঘটনার মধ্যে ফাদারের উপস্থিতি যেন কিছুটা ছদ্মবেশের মতো। তাঁর চতুর মন কিংবা গভীর অন্তর্দৃষ্টি, প্রখর বিশ্লেষণী ক্ষমতা আর মনস্তত্ব বোঝার এক আশ্চর্য ক্ষমতা– এগুলো মোটেও তাকে দেখে বোঝাই যায় না। আবার ফাদারের অপরাধ বিশ্লেষণ পুলিশের কর্মপদ্ধতির থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে তিনি কিছুটা দয়ালু প্রকৃতির। যার দরুন তিনি অপরাধীদেরও সময়ে সময়ে ক্ষমার চোখে দেখে থাকেন। অবশ্য এই গুণটি তাকে বেশিরভাগ সময়েই অপরাধী ধরার কাজে কিছুটা হলেও সহায়তা করে।

ফাদার ব্রাউনের প্রথম আত্মপ্রকাশ 'দা ইনোসেন্স অফ ফাদার ব্রাউন' বইটির মাধ্যমে। এটি প্রকাশিত হয় ১৯১১ সালে। ফাদারকে নিয়ে অনেকগুলি সিনেমাও তৈরি হয়েছে। এমনকি ১৯৭৩ সালে ব্রিটিশ টেলিভিশনের জন্য ফাদার ব্রাউনের একটি ওয়েব সিরিজও তৈরি হয়। বলাই বাহুল্য সেই ওয়েব সিরিজটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।

একটি খুনের তদন্ত	১৩
দ্য সিক্রেট গার্ডেন	২৭
খুনের তিনটি অস্ত্র	৫১
একটি অদ্ভুত খুনের কিনারা	৭১
ভৌতিক বইয়ের রহস্য সন্ধানে ফাদার	৮৭
দ্য গড অব দ্য গংস	১০৭
বেগুনি পরচুলার রহস্য	১২৭
একটি জঘন্য অপরাধ	১৪৫
একটি অসম্ভব সমস্যার সমাধান	১৬৯
স্বপ্নে পাওয়া সমাধান	১৯৭

একটি খুনের তদন্ত

মূল গল্পের নাম The Oracle of The Dog। গল্পটি 'The Incredulity of Father Brown' বইটির থেকে নেওয়া হয়েছে। এই গল্পটিতে ফাদার ব্রাউন অসামান্য কল্পনা শক্তি আর ক্ষুরধার মগজাস্ত্রের দ্বারা একটি খুনের সমাধান করে ফেলেন শুধুমাত্র একজনের কাছ থেকে ঘটনার বর্ণনা শুনেই।

"হ্যাঁ আমি কুকুরদের খুব পছন্দ করি", ফাদার ব্রাউন বললেন। "কিন্তু যখন লোকেরা তাদের কেবলমাত্র একটা প্রাণী হিসেবে দেখে, সেটা আমাকে অত্যন্ত পীড়া দেয়।"

ফাদার ব্রাউন একজন সুশ্রী জোয়ান চেহারার ছেলের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তার নাম ফিনেস। ফাদারের কথা শুনে সে একটু অবাকই হয়ে গেল। কিন্তু তার মুখে একটি স্মিত হাসি লেগেই রইল।

"আমি জানি আপনি কী বোঝাতে চাইছেন" –ছেলেটি বলল। "আমার মনে হয় আপনি প্রাণীদের ওপর অযথা দৈবিক কিংবা নিছক মনুষ্যেতর জীবের তকমা লাগিয়ে দেবার প্রবণতা পছন্দ করেন না। তাই নয় কি? আমার মতে কুকুরেরা অসম্ভব প্রভুভক্ত। কখনও কখনও তারা মানুষের থেকেও অনেক বেশি বোধ বা বুদ্ধি রাখে।"

ফাদার ব্রাউন কোনও উত্তর দিলেন না। তিনি শুধু তাঁর সামনে শুয়ে থাকা কুকুরটির মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

যুবকটি অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে আবার বলতে লাগল, "আসলে আমি আপনাকে যে কেসের কথা বলতে চাইছি তারও কেন্দ্রে আছে একটি কুকুর, এটা খুবই আশ্চর্যজনক একটা কেস। আর একটি কুকুর পুরো ঘটনাটার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে রয়েছে।"

ফিনেস তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা ভাঁজ করা খবরের কাগজ বের

করল। "আপনি এই কেসের সমস্ত খুঁটিনাটি খবরের কাগজের প্রতিবেদনটার মধ্যে পেয়ে যাবেন।" এই বলে সে কাগজটা ফাদারের দিকে এগিয়ে দিল।

ফাদার কাগজের প্রতিবেদনটা পড়তে শুরু করলেন। সেটা ছিল এইরকম—

গত সপ্তাহে ইয়র্কশায়ারের ক্রান্সটন শহরে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। এলাকার লোকের মনে যথেষ্ট কৌতূহলের সৃষ্টি করেছে এই ঘটনাটি। এটি কেবল একটি নিছক খুনের ঘটনা হয়েই থেমে থাকেনি। এখানে খুনিকেও যেমন ধরা যায়নি সেইসঙ্গে ঘাতক অস্ত্রটিও খুঁজে পাওয়া যায়নি। মৃত ব্যাক্তির নাম কর্নেল দ্রুস। তাঁর বাড়ির বাগানে একটি চেয়ারে বসা অবস্থায় কেউ তাকে পেছন থেকে ছুরি মেরে খুন করেছে। বাড়িতে ঢোকার দরজা মাত্র একটিই। এছাড়াও বাড়িতে সেই সময় যারা ছিল তারা প্রত্যেকেই সাক্ষ্য দিয়েছে যে ঘটনার সময় বাড়িতে কাউকে ঢুকতে অথবা বেরোতে দেখা যায়নি।

প্যাট্রিক ফ্লয়েড ছিলেন কর্নেলের সেক্রেটারি। তিনি তাঁর জবানবন্দিতে বলেছেন যে তিনি খুনের সময় বাগানের অপরদিকে একটি মইয়ে উঠে একটা গাছের পরিচর্যা করছিলেন। সেখান থেকে পুরো বাগানটাই দেখা যায়। কর্নেলের কন্যা জ্যানেট দ্রুস ঘটনার সময় বারান্দায় বসে ছিলেন। তিনি নিশ্চিত করে বলেছেন যে, সেই সময়ে কেউ বাড়িতে ঢোকেনি এবং তিনি মিঃ ফ্লয়েডকে মইয়ের ওপর কাজ করতে দেখেছিলেন।

অপর একজন প্রত্যক্ষদর্শী হলেন কর্নেলের ছেলে ডোনাল্ড। তিনি তখন বাথরুমে ছিলেন। কিন্তু তিনি বাথরুমের জানলা দিয়ে তাঁর বোন জ্যানেট এবং মিঃ ফ্লয়েডকে দেখেছেন।

এছাড়াও আরও দুজন, ডঃ ভ্যালেন্টিন আর কর্নেলের সলিসিটার মিঃ আব্রে ট্রেল। তাদের সাক্ষ্যও বাকিদের সাথে মিলে যাচ্ছে।

সকলের কথা থেকে জানা যাচ্ছে ঘটনাটা এইরকম— বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ জ্যানেট বাগানে গিয়ে তার বাবার কাছে জানতে চায় যে তিনি তখন চা খাবেন কি না। কর্নেল বলেন যে তাঁর চা লাগবে না। তিনি তাঁর সলিসিটারের জন্য অপেক্ষা করছেন। জ্যানেট ফিরে আসার পথে দেখেন মিঃ ট্রেল ধীর পায়ে হেঁটে আসছেন। তিনি কর্নেলের কাছে গিয়ে বসলেন। মিঃ ট্রেল সেখানে প্রায় ঘণ্টাখানেক ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা এও দেখেছে যে তিনি কর্নেলকে বিদায় জানিয়ে সেখান চলে গেলেন।

কর্নেল তাঁর ছেলের উপর কয়েকদিন ধরেই বেশ রেগে রয়েছিলেন। কেননা

প্রায় প্রতি রাতেই সে দেরি করে বাড়ি ফিরছিল। দিন দিন তার বোহেমিয়ান জীবনযাত্রা বেড়েই চলেছিল। এছাড়া সেদিন তাঁকে বেশ খুশিই দেখচ্ছিল। সেদিন সকালেই তাঁর দুই ভাইপো অনেকদিন পরে বাড়িতে এসেছিল। কর্নেল সাদরে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানান। ঘটনার সময় অবশ্য তারা দুজনেই বাড়ির বাইরে হাঁটতে বেরিয়েছিল।

সলিসিটার চলে যাবার দশ মিনিট পরে জ্যানেট আবার বাবার কাছে গিয়ে দেখে যে তার বাবা ছুরিবিদ্ধ অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছেন। তাঁর সাদা জামা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। কাছে গিয়ে সে বুঝল তার বাবা মারা গেছেন।

ফাদার ব্রাউন বেশ সময় নিয়েই রিপোর্টটি পড়লেন। তারপর ধীরে ধীরে কাগজখানা নামিয়ে রাখলেন।

"তাহলে কর্নেল খুনের সময় সাদা রঙের জামা পরে ছিলেন।" —ফাদার মন্তব্য করলেন।

"ঠিক।" —ফিনেস জবাব দিল। "কর্নেল সবসময়ই সাদা জামা পরতেন। আমি কোনোদিন তাঁকে অন্য রঙের পোশাক পরতে দেখিনি।"

কিছুটা থেমে আবার ফিনেস যোগ করল, "আমিও ওই দিন ওঁর দুই ভাইপোর সাথে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। আমাদের সাথে কর্নেলের প্রিয় কুকুর নক্সও ছিল। ওর কথাই আমি আপনাকে বলতে চাইছিলাম। আমি সলিসিটার মিঃ ট্রেলকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে দেখেছিলাম। কর্নেলের সেক্রেটারি ফ্লয়েডকে আমি চিনি। উনি মিথ্যে কথা বলার লোক নন। অন্তত এই দুজন খুন করতে পারে বলে আমার মনে হয় না।"

"সলিসিটারের সম্বন্ধে তুমি কী জানো?" ফাদার জানতে চাইলেন।

কিছুটা চুপ করে থেকে ফিনেস গম্ভীরভাবে জবাব দিল, "মিঃ ট্রেল একজন অদ্ভুত লোক। পোশাক আশাক খুবই রুচিসম্মত। কিন্তু কেমন যেন সবসময় একটু নার্ভাস থাকেন। নিজের দুটো হাত নিয়ে খুব বিব্রত বোধ করেন। সবসময় নিজের টাই আর টাই পিন এ হাত দিয়ে কিছু না কিছু করতে থাকেন।"

কথা বলতে বলতে যে ফিনেস নিজের মনেই ট্রেলের সম্বন্ধে আরও কিছু চিন্তা করতে লাগল। তারপর হঠাৎ করে মনে পড়ে যাওয়ায় আবার বলতে শুরু করল, "কিন্তু আমার মনে হয় নক্স জানতে পেরেছিল কে খুনটা করেছে। আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত। এই জন্যই আমি কুকুরটির কথা আপনাকে বললাম।"

ফাদারকে দেখে মনে হল তিনি কুকুরের কথাটা শুনতে পেলেন না। তিনি ওই বাড়িতে খুনের সময় কে কে ছিল আর তারা কে কী করছিল সে বিষয়ে

বেশি করে জানতে চাইছিলেন।

"তুমি ক্রান্সটনে গিয়েছিলে কি ডোনাল্ডের সাথে দেখা করতে? সেও তোমাদের সাথে হাঁটতে বেরিয়েছিল?"

ফিনেস হেসে জবাব দিল, "মোটেই না, সে সারারাত পার্টি করে ফিরেছিল ভোর রাতে। তারপর সে ঘুম থেকে উঠতে উঠতে প্রায় দুপুর গড়িয়ে যায়। আমি তো কর্নেলের দুই ভাইপোর সাথে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। তারা দুজনেই সরকারি অফিসার। বড়োজন হারবার্ট, সবসময় ঝড়ের গতিতে কথা বলে। শুরু করলে আর থামতেই চায় না। ছোটোজন হ্যারি, তার কথার সিংহভাগ জুড়ে থাকে তার বদকিসমতির কথা। জীবনে তার আর প্রতিষ্ঠিত হওয়া আর হল না এই নিয়ে তার দুঃখ।"

"আচ্ছা।" —ফাদার ব্রাউন মাথা নেড়ে বললেন। "এবার আমাকে ওই কুকুরটার কথা একটু শোনাও। কী জাতের কুকুর ছিল ওটা?"

ফাদারের পায়ের কাছে যে কুকুরটা শুয়ে ছিল তার দিকে দেখিয়ে ফিনেস জবাব দিল, "আপনার কুকুরেরই মতো ছিল সেটা। ওর নাম ছিল নক্স। আমি তো ওর কাণ্ডকারখানা দেখে তাজ্জব বনে গিয়েছিলাম। আমার তো মনে হয় খুনের থেকেও আরও বড়ো রহস্য হল নক্সের আচরণটা।

দুই

ফাদার ব্রাউন অপেক্ষা করছিলেন পুরো ঘটনাটা শেষ হওয়ার জন্য।

"হারবারট, তার ভাই হ্যারি আর আমি হাঁটতে বেরোলাম নদীর ধারে; সঙ্গে নক্স। কর্নেলের বাড়ির খুব কাছেই একটা নদী আছে। আমরা বাড়ির পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার ধারে একটা অদ্ভুত পাথর দেখতে পেলাম। খুব আশ্চর্য লাগল এই কারণে যে দুটো পাথর একটার উপর আরেকটা দাঁড়িয়ে আছে।

আমি হাঁটছিলাম হারবার্টের পাশে। হ্যারি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে ওর পাইপ ধরাতে শুরু করল। আমাদের হাতে ঘড়ি ছিল না বলে হ্যারির কাছে সময় জানতে চাইলাম। ও সেটা বলেও দিল। আমরা এগিয়ে গেলাম নদীর দিকে। নদীটা বাড়ি থেকে খুব বেশি দূরে নয়।

নদীর ধারে পৌঁছে আমরা সবাই মিলে একটা মজার খেলা খেলছিলাম। ছোটোখাটো গাছের ডাল জলের মধ্যে ছুঁড়ে দিচ্ছিলাম। আর কয়েক মিনিটের

মধ্যেই নক্স সেটা মুখে করে নিয়ে আসছিল। এইভাবে কিছুক্ষণ চলার পরে হ্যারি তার হাতের লাঠিটাই জলের মধ্যে ছুঁড়ে দিল। নক্সও লাফিয়ে গিয়ে জলের থেকে সেটা আনতে গেল। আর তখনই একটা ঘটনা ঘটল।

আচমকা নক্স একবার জলের দিকে তাকিয়েই আবার তীরের দিকে ফিরে এল। সে আমাদের একেবারে সামনেই দাঁড়িয়ে রইল। আর এতক্ষণ যে নক্স আনন্দে ঘেউ ঘেউ করছিল, সেই তখন লেজ গুটিয়ে কেঁউ কেঁউ করতে লাগল, যেন ভীষণ ভয় পেয়েছে।

আমরা সকলেই অবাক হয়ে নক্সের দিকে চেয়ে রইলাম। এমন সময় আমরা কোনও এক মহিলার চিৎকার শুনতে পেলাম। বুঝতে পারলাম না যে ওটা কার আওয়াজ। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তা টের পেলাম।

আপনাকে আগেই বলেছি কর্নেলের বাড়ির খুব কাছেই ছিল নদীটা। সেই চিৎকার শুনেই আমরা একে অপরের মুখের দিকে তাকালাম। তারপর বাড়ির দিকে হাঁটা লাগালাম। গিয়েই বুঝলাম যে ওটা ছিল জ্যানেটের চিৎকার। ওর বাবাকে ছুরিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে ও ওরকম চিৎকার করে উঠেছিল।"

একনাগাড়ে কথা বলে ফিনেস একটু দম নিল। চুপ করে রইল কিছুটা। তারপর আবার শুরু করল, "আমরা সবাই ঘটনার জায়গা থেকে দূরে থাকলেও নক্স কী করে বুঝতে পারল ওর মনিবের এই পরিণতিটা, সেটা ভেবেই আমার এখনও আশ্চর্য লাগে।"

"তারপর কী হল?" ফাদার শান্ত ভাবে জানতে চাইলেন।

"আমরা তো বাড়ি ফিরে এসেছিলাম। ফেরার পথে আমাদের সাথে মিঃ ট্রেলের দেখা হয়েছিল। উনি ফিরে যাচ্ছিলেন। নক্স ওনাকে দেখেই জোরে জোরে চিৎকার করতে লাগল। পারলে মনে হয় ওঁর গায়ের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে। হ্যারি সেসময় ওকে সামলায়। ট্রেল প্রায় দৌড়েই পালিয়ে গিয়েছিল। আমদের মনে হল যেন নক্স বুঝতে পেরেছিল কী হয়েছে।"

আচমকা ফাদার চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন, "তাহলে তুমি বলতে চাও যে কুকুরটা জানতো কে খুনি? একটা কুকুর একজনকে খুনি হিসেবে ভাবল, সেটাই কি যথেষ্ট প্রমাণ? তুমি কি পাগল?"

ফিনেস অবাক হয়ে গেল ফাদারকে এতটা রেগে যেতে দেখে। "আমি কি ভুল কিছু বলে ফেললাম ফাদার? আপনি হঠাৎ করে এত রেগে গেলেন কেন?"

ফাদার কিছুটা চুপ করে থেকে শুধু পায়চারি করতে লাগলেন। তারপর

একসময় আবার চেয়ারে বসে বললেন, "আমি দুঃখিত। আমি তোমার ওপর জোরে কথা বলে ফেলেছি। আমাকে মাফ করে দিও। এবার বাকি ঘটনাটা শুনি।"

"ফাদার আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু আমি হলফ করে বলতে পারি নক্সের আচরণ সত্যিই খুব আশ্চর্যজনক ছিল সেদিন। প্রথমে তো সে জলের কাছ থেকে আচমকাই ফিরে এল। তারপর ভয় পেয়ে কেঁউ কেঁউ করতে লাগল। পরে জানলাম যে ঠিক খুনের সময়ই ওর আচরণটা বদলে গিয়েছিল। তারপর যখন ও ট্রেলকে দেখে ওরকম ঝাপিয়ে পড়তে চাইল, আমরা তো ধরেই নিয়েছিলাম যে..."

কথা শেষ না করে ফিনেস ফাদারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ফাদার ব্রাউন কোনও কথা বললেন না। সে আবার বলতে শুরু করল, "আরও অবাক লেগেছিল ট্রেলের আচরণে। সে একটু নার্ভাস প্রকৃতির লোক। পুলিশ এসে সবাইকেই জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। কিন্তু খুনের অস্ত্রটা খুঁজে পায়নি। আমার তখনই কেমন যেন মনে হয়েছিল যে টাইপিন কি খুনের অস্ত্র হতে পারে না?"

একথা শুনে ফাদার মাথা নাড়লেন— "হুম, খুনের অস্ত্র... টাইপিন... আচ্ছা আর কেউ কোনও মতামত দিয়েছিল? তোমার মনে আছে?"

ফিনেস যোগ করল, "আমার বেশ মনে আছে হ্যারি একটা কথা বলেছিল। আসলে ও তো পুলিশে চাকরি করত। কী একটা ঝামেলার কারণে ও সেই চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। যাক গে সেসব কথা। ও বেশ ভালো করেই গোয়েন্দাদের কাজকর্ম জানে। এমনিতে ও খুব চালাক চতুর ছেলে। যাই হোক, ও কিন্তু মোটেও আমার মতটা মানতে চায়নি। ওর মতে একটা কুকুরের আচরণে কাউকে খুনি বলে সন্দেহ করা যায় না। এছাড়াও হ্যারি বলেছিল যে নক্স কিন্তু ট্রেলকে দেখে ঘেউ ঘেউ করেনি। গরগর করছিল। যাতে করে মনে হয় কুকুরটা ট্রেলের ওপর রেগে রয়েছিল।"

"ঠিক কথা। হ্যারির অনুধাবন একদম ঠিক।" ফাদার ধীর স্বরে বললেন।

ঘরে যেন একরাশ নিস্তব্ধতা নেমে এল। ফাদার যেন গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছিলেন। সহসা তিনি ফিনেসের মুখের দিকে চাইলেন— "আচ্ছা, মিঃ ট্রেল, ওইদিন কেন কর্নেলের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন?"

"আসলে কর্নেল তাঁর উইলটা বদল করবেন বলে ভেবেছিলেন।"

"কর্নেল কি তাঁর উইলটা মারা যাবার দিন বদল করেছিলেন?"

"হ্যাঁ। আসলে তিনি তাঁর ছেলে ডোনাল্ডের ওপর রেগে ছিলেন সেদিন।

ছেলের আচরণে কয়েকদিন থেকেই তিনি বিরক্ত ছিলেন। তাই উইল বদল করে পুরো সম্পত্তি মেয়ে জ্যানেটকে দেবেন বলে ঠিক করেছিলেন।"

"অর্থাৎ কর্নেলের এই মৃত্যুতে জ্যানেট লাভবান হল। তাই তো?" ফাদার একটু মুচকি হেসে বললেন।

"হে ভগবান, আপনি কি তাহলে বলতে চান জ্যানেটই তার বাবাকে..." ফিনেস তার কথা শেষ করতে পারল না।

"জ্যানেট কি ডঃ ভ্যালেন্টিন কে বিবাহ করতে চলেছেন?" ফাদার জানতে চাইলেন।

"আমিও কতকটা সেই রকমই শুনেছি। ওরা পরস্পরকে ভালোবাসে।"

"জেনে রেখো, একজন ডাক্তার কিন্তু সবসময় নিজের ডাক্তারি ব্যাগ সঙ্গে রাখে। তার মধ্যে ধারালো কিছু থাকা অসম্ভব নয়। তাই নয় কি?" —ফাদার আবার শান্ত ভাবে বললেন।

"আপনি কী বলতে চাইছেন..."

ফিনেসকে কথা শেষ করতে না দিয়ে ফাদার মাথা নাড়লেন, "ওহে বালক, সমস্যাটা কে খুন করেছে তা নয়। কীভাবে খুন করেছে সেটাই আসল সমস্যা। পুরো ছবিটা মনে মনে একবার ভেবে নাও। বাড়িতে ঢোকার একটাই মাত্র দরজা। তাই সকলেই বলতে পারে কেউ বাগানের দিকে যায়নি। ফ্লয়েড বাগানের একদিকে মইয়ে চরে গাছের পরিচর্যা করছিল। ডোনাল্ড তার বাথরুমের জানলা দিয়ে দেখছিল। আসলে তারা সকলেই দেখছিল যে কেউ বাগানের দিকে যায় কি না।"

"আপনি কী বলতে চাইছেন ফাদার?" ফিনেস অবাক হয়ে প্রশ্ন করে ফেলল।

"আমি সত্যি কিছুই বলতে চাইছি না ফিনেস। কেন না আমি ওই বাড়িটা কিংবা বাড়ির লোকজনদের বিষয়ে বিশেষ কিছুই জানি না। তবে আমি শুধু জানতে চাই যে এখন হ্যারি কি করে? পুলিশের চাকরিতে সে এখনও আছে নাকি ছেড়ে দিয়েছে? এই খুনের কেসে আমার কাছে এই মুহূর্তে এটাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।"

"ঠিক আছে, আমি আবার কালকেই ও বাড়িতে যাব। তারপর আমি আপনাকে জানাব সবকিছু।" ফিনেস এই বলে কিছুটা চিন্তিত মুখেই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।